সংবাদ

তারিখ ... 7 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ১ ...

সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে বৈষম্যের পাহাড়

আন্দোলনে যাচ্ছেন বেসরকারি শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ দেশের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য অবসানের দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা। মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নেতারা এ কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে তারা সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। আগামী ১০ই জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির মহাসচিব সেলিম ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন সমিতির যুগ্ম-মহাসচিব আবদুল খালেক, ঢাকা মহানগরী সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন, শফিকুর রহমান, মাঈনুদ্দিন, শিলবী কান্তি চাকমা প্রমুখ।

বিদ্যমান বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, দেশে মোট বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৭ হাজার, সরকারি স্কুলের সংখ্যা ৩শ' ১৭ এবং বেসরকারি কলেজের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ও সরকারি কলেজের সংখ্যা ২শ' ১১। বেসরকারি স্কুল ও কলেজে যথাক্রমে ৩ লাখ ও ৬০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। পক্ষান্তরে সরকারি স্কুল ও কলেজে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭ হাজার ও ১০ হাজার। বেসরকারি স্কুলে অধ্যয়নরত আছে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ শিক্ষার্থী, সরকারি স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ২৫ হাজার। বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের মাথা পিছু ব্যয় ৭শ' টাকা, অন্যদিকে সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মাথা পিছু ব্যয় হয় ২ হাজার ৫শ' টাকা। এছাড়া ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় হয় ৪ হাজার ৫শ' টাকা। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রাপ্ত সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য তুলে ধরে বলা হয়, দেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বেসরকারি শিক্ষকরা শিক্ষা দিলেও তাদের বেতন-ভাতা

শিক্ষকরা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

শিক্ষকরা ঃ আন্দোলনে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম, এছাড়া বছরশেষে সরকারি স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়লেও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ে না। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের অফিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান; কিন্তু বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা সুযোগ পান না। বেসরকারি স্কুলগুলোতে ম্যানেজিং কমিটি আছে। এ ম্যানেজিং কমিটির দাপটে বর্তমানে সারাদেশে শিক্ষক-কর্মচারীরা অতিষ্ঠ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের অপাংতেয় ব্যক্তিরা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হচ্ছেন। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব, অবৈধ হস্তক্ষেপে শুধু শিক্ষক-কর্মচারীরাই অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন না, স্কুলে লেখাপড়ার মানও খর্ব হচ্ছে। সরকারি স্কুলে এ ধরনের কোন ম্যানেজিং কমিটি না থাকায় তারা এ ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন না। উপরন্তু সরকারি শিক্ষকরা জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস, বোর্ড, অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বেসরকারি শিক্ষকদের মানসিকভাবে নির্যাতন করছেন। তারা আরও জানান, নকল প্রতিরোধ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেসরকারি শিক্ষকরাই দায়িত্ব পালন করেন বেশি। অথচ নকল হলে শুধু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এমপিও বাতিলের হুমকি দেয়া হচ্ছে, সরকারি শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কোন দায়িত্বই বহন করতে হচ্ছে না।

শিক্ষক নেতারা এসব বৈষম্য দূর করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বিভিন্ন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসে আনুপাতিক হারে বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগ, ম্যানেজিং কমিটির হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধ, সরকারি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমপরিমাণ সুযোগ, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদান, বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতিশ্রুত বেতন স্কেল প্রদান এবং পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি জানান।

তারা জানান, এসব দাবির সমর্থনে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে যাবে। ১০ই জুলাই শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হবে। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।